ভাল্লুকের বাড়ি

সুখলতা রাও

ভাল্লুকের বাড়ি
সুখলতা রাও

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : আগস্ট ২০২১

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী
৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ এলিফ্যান্ট রোড কাঁটাবন ঢাকা-১২০৫

স্বত্ব
প্রকাশক

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
মোস্তাফিজ কারিগর

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস
৪৮৩-৪৮৬ গাউসুল আজম সুপার মার্কেট নীলক্ষেত ঢাকা ১২০৫

ভারতে পরিবেশক
অভিযান পাবলিশার্স
১০/২ এ রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা
দে'জ পাবলিশিং কলেজ স্ট্রিট কলকাতা

মূল্য : ১৫০ টাকা

Valluker Bari by Shukhalata Rao Published By Kobi Prokashani 85 Concord Emporium 253-254 Elephant Road Kantabon Dhaka 1205
Cell: +88 01717217335 Phone: 02-9668736
First Edition: August 2021 Price: 150 Taka RS 150 US 10 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: www.kobibd.com

ISBN: 978-984-95041-3-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনী'র যে কোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

সূচিপত্র

ভাল্লুকের বাড়ি ৫
সোনার পুতুল ৮
ভাই-বোন ১২
কাঁপুনি শিখতে হবে ১৯

আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

সোনার হাঁস
বোতলের ভূত
বিড়াল-রাণী
ব্যাঙ রাজা

ভাল্লুকের বাড়ি

একটি ছোট্ট মেয়ে, তার নাম মিনি। তাদের বাড়ির কাছে কালো পাহাড় আছে, তার নিচে অন্ধকার বন। মিনি জানালায় বসে সেই কালো পাহাড় আর অন্ধকার বন দেখতে পায়, আর তার বড় ইচ্ছা হয় জানতে, ঐ অন্ধকার বনের ভিতর কি আছে; একবার যেতে ইচ্ছা হয়। তার মা বলেন, "খবরদার যাস্‌নে! ভাল্লুকে ধরে নেবে!" কিন্তু মিনির ভারি ইচ্ছা সে একটিবার যায়।

একদিন ভোরের বেলায়, কেউ না উঠতে, মিনি মাকে না বলে, দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ল, তারপর ছুটতে ছুটতে চলে গেল একেবারে সেই বনে। বনের ভিতর অন্ধকার, মিনির একটু একটু ভয় করছে, কিন্তু তবু সে যাচ্ছে। খানিক দূর গিয়ে সে দেখে, কার একটি ছোট্ট বাড়ি। সে এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে না দেখতে পেয়ে, আস্তে আস্তে সেই বাড়ির ভিতর ঢুকে পড়ল।

সেটা ছিল ভাল্লুকের বাড়ি। সেখানে এই বড় এক ভাল্লুক, তার ভাল্লুকনী আর খোকাটিকে নিয়ে থাকে। সকালে উঠে তারা বেড়াতে বেরিয়েছে, ফিরে এসে তাদের ক্ষিদে পাবে, তাই খাবার ঘরের ভিতর ভাল্লুকের জন্য প্রকাণ্ড পিঁড়ির সামনে মস্ত বড় বাটি ভরা দুধ আর মধু রয়েছে; ভাল্লুকনীর জন্যও একটা বড় পিঁড়ি আর বড় বাটি ভরা দুধ আর মধু; আর খোকার জন্য ছোট্ট পিঁড়ি ও ছোট বাটি, আর তার দুধের সঙ্গে অনেকখানি সোনালী রং-এর মধু। খেয়ে উঠে তারা ঘুমাবে, তাই শোবার ঘরে ভাল্লুকের জন্য মস্ত বড় খাটে বিছানা; ভাল্লুকনীর জন্যও বড় খাটে বড় বিছানা; আর খোকার জন্য একধারে ছোট খাটে ছোট বিছানা পাতা রয়েছে।

মিনি অনেক দূর ছুটে এসেছে তাই তার বড় ক্ষিদে পেয়েছে। সে ভাল্লুকের পিঁড়িতে বসে দুধ খেতে গেল, কিন্তু অত বড় বাটি সে তুলতেই পারল না; তারপর সে ভাল্লুকনীর পিঁড়িতে গিয়ে বসল, কিন্তু সে বাটিও তুলতে গিয়ে দুধ পড়ে গেল। কাজেই তাকে তখন খোকার পিঁড়িতে বসে তার ছোট্ট বাটিতে দুধ আর মধু খেতে হলো। তারপর বাটিটি নামিয়ে রাখবার সময়, সেটি তার হাত থেকে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল।

খেয়ে দেয়ে মিনির ঘুম পেয়েছে। সে ভাল্লুকের খাটের কাছে বিছানার চাদর ধরে টানাটানি করল, কিন্তু অত উঁচুতে উঠতে পারল না। ভাল্লুকনীর বিছানায় গিয়ে সে চাদর ছিঁড়ে ফেলল। তাই শেষে খোকার ছোট্ট খাটখানিতে উঠে, তার নরম বিছানাটিতে ঘুমিয়ে রইল।

খানিক পরে ভাল্লুকেরা বেড়িয়ে ফিরে এসেছে। ঘরে ঢুকেই ভাল্লুক তার হেঁড়ে গলায় হাঁউ মাউ করে বলছে, "কে আমার পিঁড়ি সরিয়েছে?"

ভাল্লুকনী নাকী সুরে কাঁই মাই করে বলছে, "কে আমার দুধ ফেলেছে?"

খোকা কাঁদতে কাঁদতে সরু গলায় বলছে, " কে আমার দুধ মধু খেয়ে ফেলেছে, আমার বাটি ভেঙে দিয়েছে—এ—এ—এ!"

তারপর বিছানার কাছে গিয়ে ভাল্লুক গর্জন করে বলছে, "কে আমার বিছানা নোংরা করে দিয়েছে?"

ভাল্লুকনী দাঁত খিঁচিয়ে বলছে, "কে আমার চাদর ছিঁড়ে ফেলেছে?"

খোকা চেঁচিয়ে উঠেছে, "দেখ, কে আমার বিছানায় শুয়ে রয়েছে!"

তাদের চেঁচামেচিতে মিনির ঘুম ভেঙে গেল। সে চেয়ে দেখে তার বিছানার কাছে তিনটা ভাল্লুক, তারা নখ বার করে তাকে আঁচড়াতে আসছে। তখন মিনি আর কি করে? বিছানার কাছে জানালা ছিল, সে একলাফে সেই জানালা দিয়ে নীচে পড়ে, সটান বাড়ির পানে ছুট দিল। ছুটতে ছুটতে সে শুনতে পেল, ভাল্লুক মোটা গলায় ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বলছে, "তোকে বাঘে খাক্।"

ভাল্লুকনী বলছে, "তোকে শেয়ালে খাক্।"
তাই শুনে খোকাও তার সরু গলায় চেঁচিয়ে বলছে, "তোকে শেয়ালে খাক্, শেয়ালে খাক্।"
সেই দিন থেকে মিনি আর কখনও মায়ের কথার অবাধ্য হয় নি।

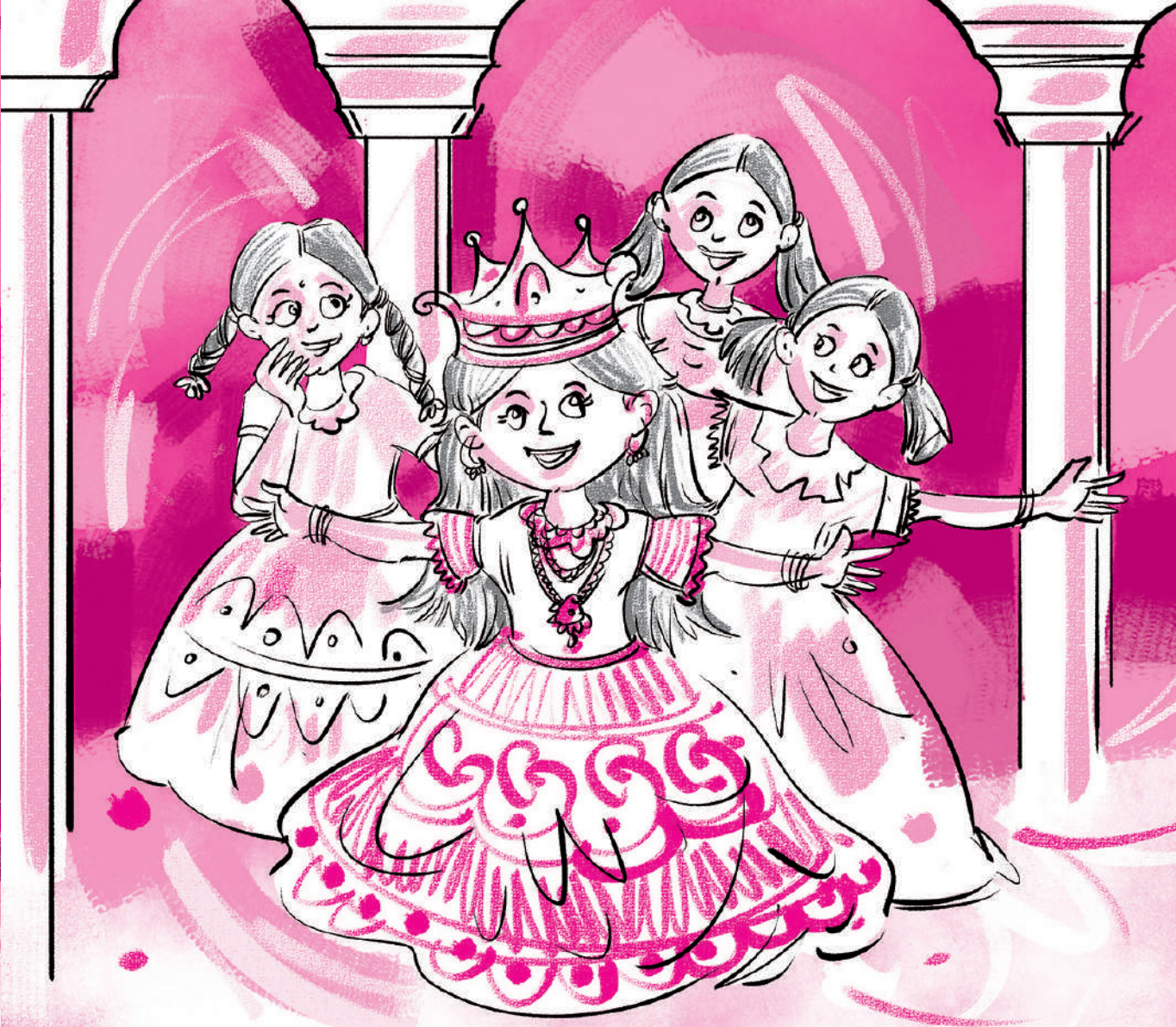

সোনার পুতুল

সুন্দরী বলে রাজার মেয়ে হীরার ভারি অহঙ্কার। সে কারোর কথা শোনে না, যা ইচ্ছে তাই করে। আর রাতদিন কেবল সাজপোশাক নিয়েই থাকে। তার সাতটি সখী; কেউ চুল বেঁধে দেয়, কেউ আলতা পরায়, কেউ কাপড় পরায়, কেউ বাতাস করে। সাতজনে মিলে হীরার সামনে তার রূপের কত প্রশংসাই করে, "আহা, রাজকুমারী ঠিক যেন সোনার পুতুলটি", "রং যেন কাঁচা সোনা", "নাকটি যেন বাঁশিটি", "আঙুল যেন চাঁপার কলি", " চোখ দুটি যেন দুখানি হীরের টুকরো।" তাই শুনে শুনে রাজার মেয়ে অহঙ্কারে ফুলে ওঠে।